বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালা অনুযায়ী অন-লাইন লাইব্রেরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যান্সডক

পি.কে. চৌধুরী

লাইব্রেরি অটোমেশন ও জাতীয় ভিত্তিক নেটওয়ার্কিং কার্যক্রমে সরকারি সহায়তা প্রয়োজন

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রাযুক্তিক কৌশল ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। এসব কৌশল অর্জনের জন্য আমরা সাধারণতঃ লাইব্রেরিকেই তথ্যাধার হিসেবে ব্যবহার করি। এ লক্ষ্যেই পৃথিবীতে বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন লাইব্রেরি। এগুলো তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে পূর্বে এসব তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ কিংবা সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না বিধায় সময়মত কাজে লাগানো যেত না। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ ঘটার ফলে তথ্য লেন-দেনের কাজ সহজতর হয়েছে এবং এর গতিময়তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে WAN, LAN, MAN (Matropoliton Area Network), LHN (Long-Haul Network) সিস্টেমে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট কিংবা কমিউনিকেশন লাইন এবং দক্ষ জনবলের সাপোর্টিং থাকলে মুহূর্তের মধ্যে স্থানীয় কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবস্থিত লাইব্রেরির সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ঘরে বসেই সংগ্রহ করা যাচ্ছে।

কিন্তু বাংলাদেশে বিভিন্ন লাইব্রেরি ও তথ্য কেন্দ্রগুলোতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অটোমেশন এবং নেটওয়ার্কিংয়ের প্রসার না ঘটায় এতদিন আমরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলাম। এ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে ঘোষিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালা অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য লেন-দেনের অবাধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে Bangladesh National Scientific and Technical Documentation Center—BANSDOC-এর সাথে দেশের অন্যান্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক লাইব্রেরি এবং তথ্য কেন্দ্রসহ অনুরূপ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার এবং তথ্য কেন্দ্রের অন-লাইন লাইব্রেরি সেবা প্রদানের বিধান রাখা হয়। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে Automation and Networking of Science and Technology Libraries in Bangladesh (BANSLINK) নামে একটি প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়। কিন্তু সফটওয়্যারের ত্রুটির কারণে ৮বিট ডাটা ধারণ সম্ভব না হওয়ায় পরবর্তীতে প্রকল্পটির নাম সংক্ষিপ্তাকারে **BANSLINK**-এর স্থলে BNSLINK নামকরণ করা হয়।

তিনটি পর্যায়ে সমাপ্ত এ প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে— MAN সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যান্সডককে কেন্দ্রীয় হোস্ট হিসেবে নির্ধারণ করে ব্যান্সডক ও ঢাকার অভ্যন্তরের ৯টি লাইব্রেরিতে কমপিউটার স্থাপন ও তথ্য ভাণ্ডার সৃষ্টির মাধ্যমে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় পর্যায়ে— ঢাকার বাইরের ৬টি লাইব্রেরিকে WAN সিস্টেমের আওতায় আনার লক্ষ্যে একইভাবে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা, অতঃপর ব্যান্সডক ও অন্যান্য কেন্দ্রের সাথে নেটওয়ার্কভুক্ত করা এবং তৃতীয় পর্যায়ে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ককে ইন্টারনেট অন-লাইনের আওতায় আনা হয়।

প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যান্সডকসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়; পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা; কৃষিতথ্য কেন্দ্র, ঢাকা; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাক্তন আইপিজিএমআর); জাতীয় স্বাস্থ্য গ্রন্থাগার ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়সহ এসব গ্রন্থাগারকে এই নেটওয়ার্কিংয়ের আওতায় আনা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ কৃষি, জাহাঙ্গীরনগর, খুলনা এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিগুলোকে এই নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবং তৃতীয় পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ নেয়ার পর ব্যান্সডকসহ ১৫টি লাইব্রেরিকে এই নেটওয়ার্কের মধ্যে আনার ফলে দেশে এই প্রথম অন-লাইন লাইব্রেরি সেবা প্রদানের দ্বার উন্মোচিত হয়।

উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য জুন '৯৫ থেকে অক্টোবর '৯৬ পর্যন্ত প্রতিটি নোডেই পর্যায়ক্রমে স্পেয়ার পার্টসসহ ১ সেট করে মাল্টিইউজার ইউনিক্স হোস্ট কমপিউটার সিস্টেম, ডাটা কমিউনিকেশন হার্ডওয়্যার, সিডি-রম প্লেয়ার, এসি ও ডিহিউমিডিফায়ার, ২ সেট করে টার্মিনাল, ১ সেট করে লেজার ও ডট প্রিন্টার, মাল্টিইউজার ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম, রিলেশনাল ডাটাবেজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RDBMS) সফটওয়্যার, টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়। সেন্ট্রাল হোস্ট অপারেটিং-এর জন্য ব্যান্সডকে কমপিউটার স্পেশালিস্টসহ ১২টি পদে লোক নিয়োগ করা হয় এবং প্রত্যেকটি নোড থেকেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে Common Communication Format (CCF) এবং UNIX Based User Training Course on BANSLINK Network Software সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল উল্লেখিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে প্রত্যেকটি বিজ্ঞান, কারিগরি গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রের কার্যক্রম এবং গ্রাহক সেবা পদ্ধতিকে কমপিউটারায়নের মাধ্যমে এগুলোর তথ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং সেবার মান একটি বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে মনোগ্রাফ ও সিরিয়াল সংগ্রহ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, ক্যাট্যালগিং, বিতরণ, সিরিয়াল নিয়ন্ত্রণ, গ্রাহক সেবা প্রদান, বিবলিওগ্রাফিক ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ। এছাড়া তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা দ্রুত ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক সেন্টার ব্যান্সডকে মনোগ্রাফের সম্মিলিত ডাটাবেজ, সিরিয়ালের সম্মিলিত ডাটাবেজ, কারেন্ট এওয়ারনেস সার্ভিস (CAS) এবং সিলেক্টিভ ডিজিমিনেশন অফ ইনফরমেশন (SDI) ডাটাবেজ, আংশিক এসটিআইএস ডাটাবেজ, অথরিটি ডাটাবেজ এবং সাবজেক্ট প্রোফাইল তৈরির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে আন্তঃ গ্রন্থাগার গ্রাহক সেবা, ডকুমেন্ট কপি সরবরাহ এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ডাটাবেজে প্রবেশ এবং ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।

১৯১.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই '৯৪—জুন '৯৮ পর্যন্ত ৪ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের গাফিলতির জন্য ৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ব্যান্সডক ও ঢাকাস্থ ৯টি নোডের ডাটা প্রিপারেশন ও ডাটা এন্টির আংশিক কাজ সম্পন্ন করা এবং ৯৫-৯৬ অর্থ বছরে ব্যান্সডকের বাকি কাজ ও ঢাকার বাইরের ৬টি নোডের একই কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও সংশ্লিষ্ট সকলের মতে মেয়াদান্তে এর কোন অগ্রগতি সাধন সম্ভব হয়নি। এছাড়া পরবর্তীতে '৯৬-'৯৭ সালে ব্যান্সডকের প্রজেক্ট কন্সালটেন্টের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৫০০০ ডাটা প্রস্তুত করা হলেও অজ্ঞাত কারণে তা নষ্ট হয়ে যায় বলে জানা গেছে। এরপর থেকে প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত ব্যান্সডকের বর্তমান (যুগ্ম সচিব) পরিচালক প্রফেসর মোঃ সফীউল্লাহ কর্তৃক প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে পুনরায় ৫০০০ ডাটা এন্টির কাজ করা হয়। এ সময় অন্যান্য নোডগুলোতেও এ কাজের কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়।

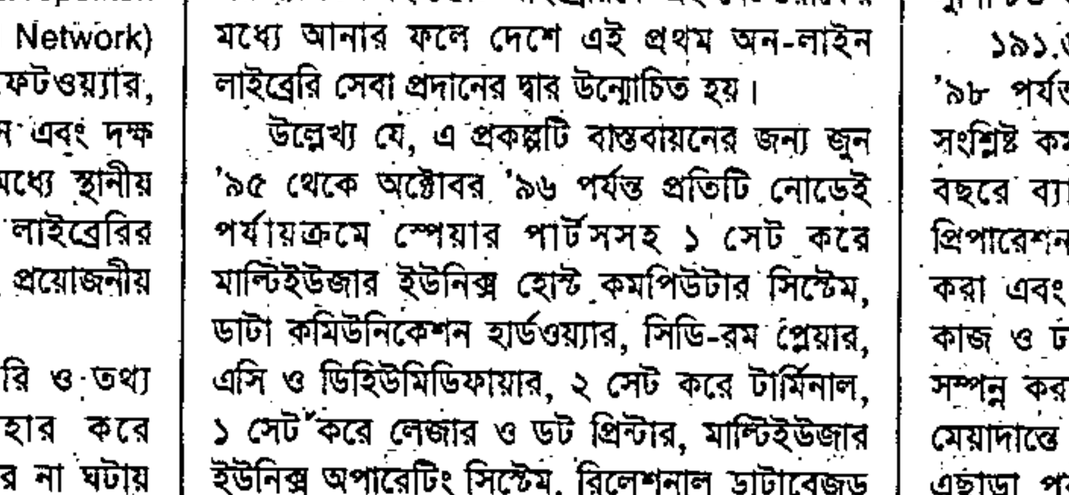

নেটওয়ার্কটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যান্সডকের পরিচালক প্রফেসর মোঃ সফীউল্লাহ, বিসিএসআইআর-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মঈনুজ্জামান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মুহঃ মজলুর রহমান এবং কিউ. সফট-এর সত্ত্বাধিকারী কিউ. এম. জেড. ফেরদাউস

প্রকল্পটি উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর বিধায় তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের সুবিধার্থে খণ্ডকালীন যে কন্সালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছিল বিধি অনুযায়ী তাঁর দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য প্রকল্পের কাজে তেমন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি বলে জানা গেছে। এমনকি ব্যান্সডক ব্যতিত প্রত্যেকটি নোডেই প্রদত্ত হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও অন্যান্য ইকুইপমেন্টসমূহ বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে থাকে। তিনি জুন '৯৭ এই পদ থকে ইস্তফা দেয়া পর্যন্ত প্রকল্পটির কোন কারিগরি প্রতিবেদনও প্রণয়ন করেননি। এমতাবস্থায় প্রকল্পের কাজে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে ব্যান্সডকের বর্তমান পরিচালককে আহ্বায়ক করে বিসিসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. এম এ সোবহান, বুয়েটের কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ঢা.বি.-এর লাইব্রেরি অটোমেশন প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক ড. ফজলুল আলম, পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভারের ইনস্টিটিউট অব কমপিউটার সায়েন্সের পরিচালক মুহাম্মদ মুসা, আইবিএম-এর কান্ট্রি ম্যানেজার সাজ্জাদ হোসেন এবং বিসিসি'র উপ-পরিচালক আজহারুল হককে সদস্য করে একটি বিশেষজ্ঞ